দৈনিক খবর

তারিখ 09 JAN 198[illegible]
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

.00 002

খুলনা বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরী নানাবিধ সমস্যায় ভুগছে

খুলনা, ৮ই জানুয়ারী (নিজস্ব প্রতিনিধি)।— খুলনা মহানগরীর বয়রায় অবস্থিত খুলনা বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে বর্তমানে নানাবিধ সমস্যা বিরাজ করছে। প্রয়োজনীয় কর্মচারীর অভাব, সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা এবং চাহিদার তুলনায় আসবাবপত্র না থাকায় ইতিমধ্যেই প্রচুরসংখ্যক বই বিনষ্ট হয়েছে। বিগত সাত বছরে লাইব্রেরীর ৩ সহস্রাধিক মূল্যবান বই খোয়া গেছে। এসব সমস্যাজনিত কারণে লাইব্রেরীর মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে চলেছে।

প্রয়োজনীয় কর্মচারীর অভাবই লাইব্রেরীর প্রধান সমস্যা। বর্তমান লাইব্রেরীতে ১ জন কর্মকর্তা, ৬ জন কর্মচারী ও ৪ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছেন— যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। আগে জেলা লাইব্রেরীগুলো তত্ত্বাবধানের জন্য ৩৩ জন কর্মচারী নিয়োজিত ছিলেন। এনাম কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী কর্মচারী হ্রাস করা / হয়। কর্মচারী হ্রাস করায় কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কাজের চাপ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। লাইব্রেরীতে কোন ক্যাটালগার ও বাইণ্ডার নেই।

বর্তমানে লাইব্রেরীতে বাংলাদেশ পরিষদের ৫ হাজার বইসহ প্রায় ৭০ হাজার বই রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় আসবাবপত্র এত কম যে দশ সহস্রাধিক মূল্যবান বই স্তূপাকৃত করে রাখতে হয়েছে।

লাইব্রেরীর জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বই রাখার সেলফ ও র‍্যাক। অথচ গত তিন বছরের মধ্যে কোন সেলফ বা র‍্যাক তৈরী করা হয়নি। এছাড়া গত সাত বছরের মধ্যে লাইব্রেরীর অকেজো ও ত্রুটিযুক্ত আসবাবপত্র সংস্কারবিহীন অবস্থায় লাইব্রেরীর বিরাট অংশ জুড়ে পড়ে আছে।

লাইব্রেরীর বইপত্র যথাযথ রাখার জন্য বছরে কমপক্ষে দু'বার উঁই ও ক্ষতিকর কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারের কথা থাকলেও বর্তমানে তা মানা হচ্ছে না। এর কারণে এবং বাঁধাই-এর অভাবে ইতিমধ্যে প্রচুরসংখ্যক বই নষ্ট হয়ে গেছে।

লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের হিসেব খাতায় খোয়া যাওয়া এবং বিনষ্ট হয়ে যাওয়া বই-এর নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা না থাকলেও সংশ্লিষ্ট একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, লাইব্রেরীর তেষট্টি হাজার বই-এর মধ্য থেকে সাত বছরে তিন সহস্রাধিক বই খোয়া গেছে। এর মধ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীভুক্ত এবং পরিপূরক বই-এর সংখ্যাই বেশী। খোয়া যাওয়া অন্যান্য বই-পুস্তকের মধ্যে ইতিহাস, পরিসংখ্যান এবং ছোট গল্পের বই বেশী। এসবের মধ্যে তিন শতাধিক বিদেশী মূল্যবান বইও রয়েছে। বিপুলসংখ্যক এমনও বই রয়েছে যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠা ও চিত্র নেই।

১৯৮০ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত এই বিভাগীয় লাইব্রেরীর গুরুত্ব বাড়লেও প্রয়োজনীয় কর্মচারী হ্রাস পাওয়ায় এসব নানাবিধ সমস্যা বিশেষ করে বইপত্র খোয়া যাবার মত ঘটনা ঘটছে। লাইব্রেরীর নীচ তলার বিশাল পাঠকক্ষে সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা না থাকায় একশ্রেণীর অসৎ পাঠক সন্তর্পণে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বইপত্র গায়েব করছে।

প্রশাসনিক নিয়মানুযায়ী এই লাইব্রেরী থেকে কোন পাঠককে বই বাড়ীতে নিতে দেয়া হয় না। লাইব্রেরীতে বসেই বই পড়তে হয়। মূল শহর থেকে এই লাইব্রেরীর অবস্থান ৪ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় এখানে খুব কম সংখ্যকই পাঠক আসে। যারা আসে তাদের বেশীর ভাগই ছাত্র-ছাত্রী। নিতান্তই পড়াশুনার প্রয়োজনেই তারা আসে। কিন্তু বর্তমানে লাইব্রেরীর এই দৈন্যদশা তাদের হতাশ করেছে এবং এর ফলে পাঠক সংখ্যাও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এ কারণে প্রচুরসংখ্যক মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্য ও প্রাচীন বই থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার আগে প্রতিষ্ঠিত খুলনা বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরীটি ক্রমশঃ তার ঐতিহ্য হারাচ্ছে।

লাইব্রেরীর জনৈক কর্মকর্তা জানান, প্রয়োজনীয় ও চাহিদা অনুযায়ী অর্থের বরাদ্দ না থাকায় বিভিন্ন পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও এই লাইব্রেরীর সামগ্রিক উন্নয়ন তৎপরতা ব্যাহত হচ্ছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বার বার অবহিত করা সত্ত্বেও এর উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন।

বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে খুলনা বিভাগীয় লাইব্রেরীর সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট পাঠক-পাঠিকা ও অভিজ্ঞ মহল উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।